সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৩৩
WEEKLY BOOKLET:333

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه
এর বাণী সমূহের লিখিত পুষ্পধারা

ব্যবসা সম্পর্কিত ১৩টি প্রশ্নোত্তর

"বিক্রিত মাল ফেরত নেওয়া হয় না" লিখে দেয়া কেমন? ০২
ব্যাংকে একাউন্ট করা জায়েয কিনা? ০৪
আপনি কোন আতর পছন্দ করেন? ০৯
পানির ব্যবসা করা জায়েয কিনা? ১৬

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই বিষয়াবলীর মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে

ব্যবসা সম্পর্কিত ১৩টি প্রশ্নোত্তর(১)

খলিফায়ে আত্তারের দোয়া: হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে এই পুস্তিকা **"ব্যবসা সম্পর্কিত ১৩টি প্রশ্নোত্তর"** পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে শরয়ী বিধান অনুযায়ী ব্যবসা করার সামর্থ্য দান করুন এবং তাকে ও তার পিতামাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করুন। اٰمِيْن بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয় তার উচিত আমার উপর অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করা কেননা আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করার দ্বারা বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। **(আল কুওলুল বদী, ৪১৪ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রশ্ন: যখন আমরা বিক্রেতার কাছ থেকে কোন প্যাকেট যুক্ত জিনিস পত্র ক্রয় করি তখন তা খুলতেই অনেক সময় দেখি নষ্ট হয়ে গিয়েছে,

১. এই পুস্তিকাটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন সমূহ ও তার উত্তর সম্বলিত।

অতঃপর যখন আমরা তা ফেরত দিতে যায় তখন বিক্রেতা পরিবর্তন করতে চাই না, এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় কি?

উত্তর: এমতাবস্থায় উত্তম হচ্ছে যে, দোকানেই তা চেক করে নেয়া, যদি ঘরে গিয়ে চেক করার পর ফেরত নিয়ে আসে তবে বিক্রেতা মানবে না যদিও ক্রেতা শপথ করে যে, আমি এর মধ্যে কিছু করিনি, ঘরে গিয়ে খুলতেই দেখতে পেলাম এটা নষ্ট, তখন এটা নিয়ে ঝগড়া হবে। ক্রেতার উচিত বিক্রেতার নিকট জিজ্ঞাস করা যে, আমি প্যাকেট ছিড়ে দেখবো যদি ভালো থাকে তবে নিবো, অন্যতায় নিবো না, এখন যদি সে অনুমতি দেয় তাহলে প্যাকেট ছিড়বে, না হয় অনুমতি ব্যতীত ছিড়লে তখন ঝগড়া হবে আর ব্যবসায় এ ধরনের পন্থা অবলম্বন করা জায়েয নেই যে, যার কারণে ঝগড়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

"বিক্রিত মাল ফেরত নেওয়া হয় না" লিখে দেয়া কেমন?

(এই ব্যাপারে মাদানী মুযাকারায় অংশ গ্রহণকারী মুফতি সাহেব বলেন:) যদি পণ্যে দোষ -ত্রুটি থাকে তবে ক্রেতা দোকানে তা খোলে না দেখলেও বিক্রেতাকে অবশ্যই ফেরত দিতে হবে।এরকম অনেক জিনিস রয়েছে যা দোকানে খোলা যায় না, যেমন: গিফট প্যাকের জিনিস যা দোকানে খুলা সম্ভব না আর তা ঘরে নিয়ে গিয়ে খুলতে হবে যদি দোকানে খুলা হয় তবে সামলানো কঠিন হয়ে যাবে। সাধারণত মান সম্মত জায়গার জিনিস খুব কম নষ্ট হয় আর যেখানে এমন হয় সেখানে অনেক দোকানদার এটা লিখে লাগিয়ে দেয় যে, বিক্রিত মাল ফেরত নেওয়া হবে না অথচ এ রকম কোন নিয়ম বা নীতি নেই বরং যেই জিনিস নষ্ট হবে তা

দোকানদারকে পরিবর্তন করে দিতে হবে। যদি দোকানদার ফেরত দিতে না চাই তবে নিজের পক্ষ থেকে এই নির্দেশনা প্রকাশ পূর্বক ক্রেতাকে বলে দিতে হবে যে, এই জিনিস যেভাবে রয়েছে তা এখনই দেখে নাও পরবর্তীতে ফেরত নেওয়া যাবে না, কিন্তু যে লিখে লাগিয়ে দেয় বিক্রিত মাল ফেরত নেওয়া যাবে না, এটা শরয়ী দৃষ্টি কোণ থেকে সঠিক নয়।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ২/৬৪)

প্রশ্নঃ আমি একটি দোকানে কাজ করি, কখনো কখনো আমাদের দোকানে ক্রেতাদের এতো ভিড় থাকে যে, আমি জামাআতের সাথে নামায আদায় করতে পারি না, তবে এমতাবস্থায় জামাআত ত্যাগ করা কেমন?

উত্তরঃ যদি জামাআতের সময় হয়ে যায় এবং জামাআতের সাথে নামায আদায় করার ক্ষেত্রে ক্রেতাদের ভিড় ব্যতীত আর কোন বাধা না থাকে তাহলে জামাআত ত্যাগ করার জন্য এটা কোন বৈধ অপারগতা নয়, ক্রেতাকে ছেড়ে জামাআতের সাথে নামায আদায় করা ওয়াজিব। যদি কেউ ক্রেতার কারণে জামাআত ছেড়ে দেয় তাহলে গুনাহগার হবে। ক্রেতাদের ছেড়ে জামাআতের সাথে নামায আদায় করার মাধ্যমে যদি লোভ ও লালসা চলে না যায় তবে কিসের মাধ্যমে যাবে? মনে রাখবেন! এমন চাকরীও জায়েয নেই যাতে জামাআত সহকারে নামায আদায় করতে নিষেধ করে বা সেই চাকরী জামাআত সহকারে নামায আদায় করার ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্থ হয়। এতদসত্ত্বেও কারো চাকরী যদি এমন জায়গায় হয় যেখানে এমন কোন মসজিদ নেই যাতে গিয়ে জামাআত সহকারে নামায আদায়

করতে পারবে, তবে এমতাবস্থায় যদি কেউ সময়ের মধ্যে মাকরূহ সময়ের পূর্বে নামায আদায় করে নেয় তাহলে কোন গুনাহ নেই।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ২/৬৫)

প্রশ্ন: ব্যবসার প্রয়োজনে বা টাকা-পয়সার নিরাপত্তার জন্য ব্যাংকে একাউন্ট করা জায়েয কিনা?

উত্তর: কারেন্ট Current একাউন্ট খোলতে পারবেন, সেভিং Saving একাউন্ট খোলার ক্ষেত্রে ওলামায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ নিষেধ করেছেন, কেননা তাতে সুদ যুক্ত হয়।

(চাঁদা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর ৪৯ পৃষ্ঠা, মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৪/৩৪২)

প্রশ্ন: যদি ব্যবসার মধ্যে বার বার ক্ষতি হয় তাহলে এর ব্যাখ্যা কি হতে পারে?

উত্তর: লাভ লোকসান আল্লাহ পাকের ক্ষমতাধীন, অনেক সময় পরীক্ষাও হয় আর কখনো নিজের উদাসীনতাও হয়ে থাকে। সাধারণত মানুষ এটা মনে করে যে, কেউ ষড়যন্ত্র বা যাদু করেছে, এমন লোক সবকিছুতেই যাদু, জ্বীন ও এর প্রভাবের মতো জিনিস বের করে আনে, এমনটা অবশ্যই নয় কেননা সবাই তো অবসর হয়ে বসে নেই যে, যাদু করতে থাকবে। যদি ব্যবসার মধ্যে লোকসান হতে থাকে তাহলে তার জন্য পরিশ্রম করো, আল্লাহ পাকের নিকট তাওবা করো, তিলাওয়াত করো, নামায পড়ো, আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করো এবং রিযিকে বরকত হয় এমন যিকির ও ওয়াজিফা পড়ো اِنْ شَآءَ الله রিযিক প্রশস্ত হবে, উন্নতি হবে এবং ব্যবসার ক্ষতি বন্ধ হয়ে যাবে। দাওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা

"পাখি ও অন্ধ সাপ [১]" অধ্যয়ন করুন, তাতে রিযিকে বরকত সম্পর্কে ভালো ভালো অযীফা দেয়া হয়েছে। اِنْ شَآءَ الله আপনার ব্যবসা সমৃদ্ধ হবে। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৫/৭০)**

প্রশ্ন: কতিপয় ব্যবসায়ী লোকদের যদি এটা বলা হয় যে, আপনারা নিজেদের ব্যবসার ব্যাপারে শরয়ী দিক নির্দেশনা নিন বা দারুল ইফতার স্বরনাপন্ন হন তখন তারা বলে আমরা না মিথ্যা বলি আর না কারো পয়সা খায়, সম্পূর্ণ যাকাতও আদায় করি, এজন্য আমাদের শরয়ী দিক নির্দেশনার প্রয়োজন নেই। এই ব্যাপারে আপনি কি বলেন?

উত্তর: যদি আমি এটা বলি যে, বর্তমানে ৯৯.৯% ব্যবসায়ী Businessman এমন যাদের ব্যবসার Businessman মাসআলা সম্পর্কে জানা নেই, হয়তো এটা অতিরিক্ত হবে না, শুধু এভাবে বলতে থাকে যে, আমরা তো আল্লাহ আল্লাহ করছি, আমাদের অধিক লোভ লালসা নেই, বাচ্চাদের জন্য জীবন নির্বাহ করছি ব্যস" অথচ হারাম টেনে টেনে নিজের একাউন্টে পূর্ণ করছে আর তারা এ ব্যাপারে জানেও না। এটা মনে করে থাকে যে, আমি তো কোন মদের দোখান খুলিনি বা আমি তো কোন ধরনের সুদের লেনদেন করছি না? অথচ কথায় কথায় মিথ্যা বলছে এবং ধোঁকা দিচ্ছে, এই বিষয়াবলীকে তারা গুরত্ব Serious সহকারে দেখে না, মনে করে

১. **"পাখি ও অন্ধ সাপ"** এই পুস্তিকাটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত, যেটি ৩৫পৃষ্ঠা সম্বলিত, এই পুস্তিকায় দারিদ্রতার সংজ্ঞা, দারিদ্রতার ফযীলতের উপর হাদীসে পাক, অভাব গোপন করার ফযীলত, দারিদ্রতার কারণ ও তা থেকে মুক্তি লাভের উপায়, রিযিকে বরকতের অযীফা এবং এছাড়াও ব্যবসায় উন্নতি লাভ করার ব্যবস্থাপত্রও বর্ণনা করা হয়েছে।
(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত বিভাগ)

ব্যবসায় এসব চলে, এই জিনিস গুলো ব্যতীত ব্যবসা কিভাবে হবে! মিথ্যা না বললে তো জিনিস বিক্রি করতে পারবো না" আল্লাহর পানাহ! এটা শয়তানের বানানো মন মানসিকতা। যখন এই অবস্থা হবে তখন বরকত হবে কিভাবে? নামাযে মন কিভাবে বসবে? বিনয় ও নম্রতা কিভাবে আসবে? সহানুভূতি কিভাবে আসবে? গুনাহের প্রতি ঘৃণা কিভাবে সৃষ্টি হবে? যে সকল সম্মানিত ব্যবসায়ীরা শুনছেন তারা দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত" থেকে নিজেদের ব্যবসা Scanning নিরীক্ষণ করান, এর জন্য সরাসরি সাক্ষাত করতে হবে বা যদি সাক্ষাত করা সম্ভব না হয় তাহলে ইন্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমে যোগাযোগ করে নিন এবং নিজের ব্যবসা সম্পর্কে শরয়ী দিক নির্দেশনা নিন। এছাড়া নিজের বাচ্চাদেরকে হালাল খাবার খাওয়ানো অনেক কঠিন। আমি একেবারেই সুস্পষ্ট ও সাধারণ কথা বলেছি, কারো ব্যবসার প্রতি কোনো নির্দেশনা দেয়নি, সকলের মাসআলা শিখা উচিত, কর্মচারি হলে তবে চাকরীর আর মহাজন হলে তবে কর্মচারী রাখার এবং মহাজন হওয়ার মাসআলা সমূহ শেখা ফরয। (ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ২৩/৬২) যদি এটা বলা হয় যে, দোস্ত! আমরা এই চক্করে ফাঁসতে চাই না, তবে কিয়ামতের দিনও বলে দিবেন, আমরা এই চক্করে ফাঁসতে চাই না। আল্লাহর পানাহ! এমন যেনো না হয় যে, তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। যখন আমরা দুনিয়ায় এসেছি আর اَلْحَمْدُ لِلّٰه মুসলমান হয়েছি তো আল্লাহ ও রাসূলের বিধান মানতেই হবে, এছাড়া কোন মুক্তি নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত চেষ্টা করা হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু হবে না। আল্লাহ পাক আমাদেরকে প্রচেষ্টাকারী বানিয়ে দিক। (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৫/৭৫)

প্রশ্ন: কাপড়ের বিভিন্ন প্রকারের ডিজাইন তৈরি করার জন্য অবশিষ্ট কাট পিছ ব্যবহার করা হয়, এটা কি ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে?

উত্তর: কাপড়ের ডিজাইন তৈরি করার জন্য বিভিন্ন প্রকারের যেই রঙিন কাপড় লাগানো হয় সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, তা কোন থান থেকে কেটে নেয়া হয়েছে বরং থানের মধ্য থেকে বেঁচে যাওয়া কাট পিছ বা কাপড় সেলাই করার পর যে বিভিন্ন প্রকারের কাট পিছ অবশিষ্ট থাকে তা থেকে বানানো হয় আর তা দর্জির জন্য বৈধ ও হালাল হয়ে থাকে। অনেক মানুষকে সাদা স্যুট ভালো লাগে না তবে সেই নিজের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য এই কাপড় ব্যবহার করে থাকে। যাই হোক! যে কাপড় দ্বারা এই ডিজাইন তৈরি করা হয় তার ব্যাপারে যতক্ষণ পর্যন্ত এটা কনফার্ম হবে না যে, এই কাপড় চুরির, তবে তা লাগাতে পারবে। যদি কাট পিছের ব্যাপারে ধারণা করা হয় যে, তা চুরি কৃত, তাহলে এই কাট পিছ ব্যবসাও নাজায়িয হয়ে যাবে, অথচ তেমনটা হয় না।

আমি যদি দর্জি হতাম.....!

যদি আমি দর্জি হতাম তাহলে হয়ত এটাই করতাম যে, নিজের নিকট একটি পলি রাখতাম এবং ক্রেতার কাপড়ের বের হওয়া সুতা বা যা কিছু অবশিষ্ট থাকতো তা সব পলির মধ্যে রাখতাম আর স্যুটের সাথে পলিইও প্রদান করতাম। এমনকি সাথে Dustbin ডাস্টবিনও রাখতাম যদি তার পলি দেখে রাগ আসে তখন বলতো তা Dustbin এ ফেলে দাও, এরপর চাইলে তো তা ব্যবহার করতে পারবে। এটা আমার চিন্তা ধারা, জানি না তা রাখলে হবে কিনা, এতে ঝুঁকির সম্ভাবনাও বেশি কেননা

বান্দাদের শরয়ী মাসআলা সম্পর্কে জানা নেই, নফসে আম্মারা (কুপ্রবৃত্তি), যে অন্যের অধিকার হরণ করতে সদা জাগ্রত থাকে।

কাপড় থেকে যে কাট পিছ অবশিষ্ট থাকে তা বিভিন্ন প্রকারের কাজে ব্যবহার করা যায়, সৌখিন প্রকারের মানুষ তা দ্বারা বাবা স্যুট ইত্যাদি বানায়, অতঃপর এটা পরিষ্কার করার কাজেও আসে, জিনিস ফেলে দেওয়ার দিন চলে গিয়েছে, এখন প্রতিটি জিনিস বিক্রি করা হয়, প্রথমে তো ছাপাখানা স্লিপ গুলো ফেলে দিতো, অতঃপর গরীব লোকেরা তা ওখান থেকে উঠিয়ে নেয় এবং খাবার রান্না করার সময় কয়লা ইত্যাদি জ্বালানোর কাজে ব্যবহার করতো। যাইহোক! আল্লাহ পাককে ভয়কারী কোন দর্জি থাকলে তো নিজের নিকট পলি রেখে নিন এবং কাপড় থেকে বেচে যাওয়া প্রতিটি জিনিস তাতে জমা করিয়ে তা মালিককে দিয়ে দিন। আর আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়্যত করুন তাতে সুনামও হবে এবং মানুষের আস্থাও ফিরে আসবে।

প্রত্যেক দর্জি কাপড় চুরি করে না

সমাজের মধ্যে একটা প্রথা হয়ে গিয়েছে "যে চোর নয় সে দর্জি হতে পারে না" যে দর্জির কাপড় চুরি করার অভ্যাস থাকে যদি আপনি তাকে সম্পূর্ণ পরিমাপের কাপড়ও দেন তবু সেই এর মধ্য থেকে কাটিং করবে এবং কিছু না কিছু কাপড় বাচিয়ে নিবে। বাহারে শরীয়তে রয়েছে: অর্ধ গোছা পর্যন্ত জামা পরিধান করা সুন্নাত। (রদ্দুল মুহতার, ৯/৫৭৯। বাহারে শরীয়ত, ৩/৪০৯, ১৬তম অংশ) এখন যে অর্ধ গোছা পর্যন্ত জামাপরিধান করে তার এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকবে যে, সে দর্জিকে অর্ধ গোছা পর্যন্ত জামার মাপ দিবে কিন্তু যে অর্ধ গোছা পর্যন্ত জামা তৈরি করতে দিয়ে পেয়েছে সেই ভাগ্যবান হবে।

ক্রেতার বুঝে আসবে না, যখন ঝুকে গিয়ে দেখবে তখন জামা অর্ধ গোছা পর্যন্ত যাচ্ছে আর যখন সোজা হয়ে দাঁড়াবে তখন কেউ একজন বলবে যে, অর্ধ গোছ পর্যন্ত বা যায় নি। এভাবে এক বিগত প্রশস্ত হাতাকে বলা হয় কিন্তু তাও কোথায়? কাটিং এর মধ্যে কাপড় কম দিয়ে থাকে। অবশ্য প্রত্যেক দর্জি এমনটি করে না, আমি সচরাচর কথা বলছি, যারা এমনটা করে তাদের আল্লাহ পাককে ভয় করা উচিত কিন্তু সব দর্জি এমনটা করে না, مَاشَآءَاللّٰه দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে অনেক দর্জি রয়েছে যাদের ব্যাপারে আমার সুধারণা যে, তারা ভালোভাবে কাজ করে।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত ৫/২২০)

প্রশ্নঃ আপনি কোন আতর পছন্দ করেন? এমনকি আতরের বোতলের সাইজের বড় সমস্যা হয়ে থাকে, কখনো তিন গ্রামের শিশি পাওয়া যায় কখনো আড়াই গ্রামের আর Customer এসে তিন গ্রামের আতর চায়। সুতরাং ওই শিশি সমূহে আতরের পরিমাণ কতো হতে পারে তার সঠিক জ্ঞান আমাদেরও নেই, তখন Customer কে এই কথা কেমনে বুঝানো যায় বা সেটার সঠিক পরিমাপ কিভাবে বলবো? এই ব্যাপারে কোন সমাধান জানিয়ে দিন।

উত্তরঃ

দুনিয়া পছন্দ করতি হে আতর গোলাপ কো
লেকিন মুজে নবী কা পছিনা পছন্দ হে

আড়াই তিন মাশার শিশি বা চারকোনা আকারের শিশি হয়, এটা আসলেই কঠিন যে, দোকানদার কিভাবে তা পুরো তিন মাশা বলে বিক্রি করবে? এর সমাধান এটাই যে, Customer কে ওজনের কথা উল্লেখই করবে না বরং বলবে যে, এই শিশি এতো এবং ওই শিশি

এতো। যদি শিশিতে লিখা থাকে যে, এটা তিন গ্রাম তখন দোকানদার বলবে যে, যদিও এতে এটা লিখা আছে কিন্তু আমি তা পরিমাপ করে দেখিনি। যদিও এটা খুব কঠিন হবে যে, সাধারণ মানুষের সাথে ডিল করা সহজ কাজ নয়, আমিও ব্যবসায়ী মানুষ, আমার জানা আছে মানুষ বিরক্ত করে কিন্তু এসব করতে হবে, অন্যতায় তিন মাশা বলে কম ওজনের শিশি দিলে গুনাহগার হবে। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৫/২৪৩)**

প্রশ্ন: কনে বিবাহের সময় যে মহরের টাকা পায় তা সে কিভাবে ব্যবহার করবে? একবার মাদানী চ্যানেলে শুনেছিলাম স্ত্রী স্বামীকে ব্যবসা করার জন্য সে টাকা দিতে পারবে।

উত্তর: যে মহর মহিলা পায় সে সেটার মালিক, যেকোন জায়েয পন্থায় তা ব্যবহার করতে পারবে। যদি স্বামীকে দিতে চাই তাহলে দিতে পারবে, আবার যদি ফেরত নিতে না চাই তাহলে ক্ষমা করারও তার স্বাধীনতা রয়েছে। **(দুররে মুখতার, ৪/২৩৯) (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৬/৬৫)**

প্রশ্ন: ৯ ও ১০ মহররম ব্যবসা করাতে কি নিষেধ রয়েছে? এমনকি এই দিন গুলোর মধ্যে ঘরে চুলাও জ্বালাতে পারবে না?

উত্তর: এই কথা দুটিই ভুল, মহররমে চুলাও জ্বালাতে পারবে এবং ব্যবসাও করতে পারবে। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৬/১৬৬)**

প্রশ্ন: দাওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় খাদ্যে ভেজাল মিশানোর কঠিন শাস্তির পাশাপাশি এটা বড় গুনাহ এই ব্যাপারেও বয়ান করা হয় কিন্তু যখন বান্দা ব্যবসা করে এবং সেটার লাভ দেখে তখন শাস্তির কথা ভুলে যায় আর দুই পয়সা আয়ের জন্য ঘরে

ব্যবহৃত জিনিস যেমন আটা, ডাল, চাউল ও ঘি ইত্যাদিতে অনেক সময় স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর জিনিস মিশিয়ে বিক্রি করে, ভেজাল খাবার খেয়ে লোকদের স্বাস্থ্যের যে অবনতি হবে তাদের এই অনুভূতি নেই। অনেক বাচ্চা প্রতিবন্ধী ও অক্ষম হয়ে যাবে, কেউ চোখ ও কিডনী রোগে আক্রান্ত হয়ে যাবে। যে লোকেরা এসব সম্পদের ভালোবাসায় নিজের দুনিয়া ও আখিরাতকে ক্ষতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে, এই গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য তাদের মন -মানসিকতা তৈরি হয় না কেনো?

উত্তরঃ এটা একটা দীর্ঘ আলোচ্য Topic বিষয়, আর এটি অনেক দুঃখজনক কথা যে, প্রতিটি জিনিসের সাথে মেশানো হচ্ছে, পানির সাথেও ভেজাল মেশানো হচ্ছে, এমতাবস্থায় মানুষ কি করতে পারে? এই বিষয়টি মাথায় রাখুন যে, যদি বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ে জানে যে, এই জিনিসে ভেজাল মেশানো আর এতে এতো ভেজাল মেশানো হয়েছে, এরপরও যদি ক্রেতা খুশি মনে ক্রয় করে তাহলে গুনাহ নেই কিন্তু সাধারণত এমনটা হয় না, প্রত্যেক ব্যক্তি ভালো জিনিস খোঁজে আর ভালো জিনিস পেতেই পছন্দ করে কিন্তু পায় না। যদি আমরা হিসাব করি তাহলে প্রায় ৯৯.৯৯% জিনিসের মধ্যে ভেজাল মেশানো হচ্ছে, কোন কোন জিনিসের নাম উল্লেখ করবো, শুনেছি দুধের পাত্রের মধ্যেও দুধের পরিবর্তে Whitener Liquid (পদার্থকে তরল সাদা বানানোর জিনিস) ব্যবহার করে এবং লিখা থাকে যে, এটা দুধ নয় এরপরও মানুষ চায়ের সাথে মিশিয়ে পান করছে বা তা দুধের মতো ব্যবহার করছে। যদি বাস্তবিকই পাত্রের মধ্যে দুধ না থাকে এবং তা লিখেও দেয়া হয় তাহলে যা কিছু পাত্রে থাকবে তাই সঠিক

লিখেছে তাই এখন উৎপাদনকারী পাকড়াও থেকে বেঁচে যাবে। বর্তমানে প্রায় মরিচ মশলা ও দুধ ইত্যাদিতে ভেজাল মিশিয়ে থাকে, দুধে পানি মিশিয়ে থাকে, দুধের মধ্যে গাভী ও মহিষ ও ছাগল তিনটির দুধ মিক্স থাকে কিন্তু পাকিস্তানের মধ্যে লোকজন গাভীর দুধ তেমন পছন্দ করে না, অথচ গাভীর ঘি ও দুধের মধ্যে শেফা হওয়ার ব্যাপারে আমি পড়েছিলাম। (মুস্তাদরাক, ৫/৫৭৫, হাদীস: ৮২৭৪) এরপরও আমাদের এখানে লোকজন গাভীর দুধ তেমন ব্যবহার করে না। বর্হিবিশ্বে দুধের পাত্রের মধ্যে লিখা থাকে যে, এটা গাভীর দুধ আর মানুষ তা ব্যবহার করে থাকে। আর যদি দুধের মধ্যে গাভী, মহিষ ও ছাগল তিনটি পশুর দুধ মিক্স থাকে এবং ক্রেতার জানা থাকে তাহলে ঠিক আছে। আর যদি জানা না থাকে তাহলে তা এক প্রকারের ধোঁকা হবে কেননা ক্রেতা তা মহিষের দুধ মনে করে নিচ্ছে, মহিষের দুধ ঘন হয়ে থাকে এজন্য আমাদের এখানে অধিক পছন্দ করে। অনেক লোক আটা ইত্যাদি মিশিয়েও দুধ ঘন করে থাকে, আল্লাহ পাক এমন লোকদের হেদায়ত ও তাওবার সামর্থ্য নসীব করুন।

কালো মরিচের মধ্যে পেঁপের বীজ শুকিয়ে মিক্স করে দেয়া হয় কেননা এটাও কালো রঙের হয়ে থাকে এজন্য বুঝা যায় না। অনেক লোক হোটেলে ব্যবহৃত চা পাতা ও ছোলার খোসা রং করে চা পাতার সাথে মিক্স করে থাকে, মোটকথা এই সব কাজই চলছে। গরম মশলার প্যাকেটের মধ্যেও না জানি কি কি মেশানো থাকে, যদি সম্ভব হয় তাহলে মশলার প্যাকেট ক্রয় করার পরিবর্তে বাজার থেকে খোলা মশলা নিন যদিও তা বিশুদ্ধ না কিন্তু কিছুটা ভালো

হবে। অবশ্য গরম মশলার প্যাকেট উৎপাদনকারীরা সবকিছু মিক্স করে এটা অবশ্যই নয়, তারপর এটাও হয় যেমন: ভেজাল মেশানো প্যাকেট ২৫ টাকায় পাওয়া যায় অথচ আসল মশলার প্যাকেটে ৫০ টাকা খরচ আসবে এখন তা কমপক্ষে ৬০ টাকা বিক্রি করতে হবে, এখন ২৫ টাকার খারাপ গরম মশলার প্যাকেটের বিপরীতে উন্নত মানের ৬০ টাকার মশলা কে নিবে? এই কারণেই ভালো মানের জিনিস বিক্রেতার ব্যাপারে মানুষ বলে যে, যদিও সেই লক্ষ বার শপথ করে বিশ্বাস করাতে চাই তারপরও মানুষ ফিরে আসে কিন্তু কেউ তাকে বিশ্বাস করবে না।

হালাল পন্থায় জীবিকা উপার্জন করা উচিত

কেউ যদি এটা বলে যে, বাজারে ব্যবসা করার জন্য ভেজাল মেশানো পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য, তার উচিত সে যেন এমন কাজই না করে , যাতে ভেজাল মেশানো হয় এবং ধোঁকা দেয়া হয়। হালাল জীবিকা নির্বাহ করার জন্য আরো অনেক পন্থা রয়েছে তা অবলম্বন করে হালাল জীবিকা উপার্জন করুন। সাধারণত মানুষ উন্নত মানের খাবার খেতে চায়, অতঃপর নিজেরা এই আঙ্ক্ষাকাকে পূর্ণ করার জন্য হারামের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। যাইহোক যে সকল লোক ভেজাল মেশানো থেকে বিরত থাকে না, তাদের উচিত যে, তারা যেন ব্যায়াম শুরু করে দেয় যাতে শাস্তি সহ্য করতে পারে। আঘাত করার জন্য এই বাক্যটি বলেছি, অন্যতায় দুনিয়াতে না এমন কোন এক্সারসাইজ আছে আর না এমন কোন ক্যামিকেল আছে যার দ্বারা বান্দা জাহান্নামের শাস্তি সহ্য করতে পারে, বা সেটা থেকে বাচতে পারে, তবে যদি কেউ বলে আমি জাহান্নামের

শাস্তি সহ্য করে নিবো এরকম যে বলবে সে কাফের হয়ে যাবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৪/৬৫৪) কেননা সেই আল্লাহ পাকের শাস্তিকে হালকা মনে করেছে। মনে রাখবেন! জাহান্নামের আগুন আল্লাহ পাকের রহমতের পানি ও সত্যিকারের তাওবা দ্বারাই নিভে থাকে, আল্লাহ পাকের ভয়ে প্রবাহিত অশ্রুই আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচাবে, না হয় নিজের বুদ্ধি ও সতর্কতা সবকিছু থেকে যাবে এবং এসব থেকে কোন কিছু সাথে যাবে না। আল্লাহ পাক আমাদেরকে অল্প জীবিকায় সন্তুষ্টতা দান করুন।

اٰمِيْن بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ধোঁকা ও ভেজাল মেশানোর মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ হাত থেকে চলে যায়

(এ প্রসঙ্গে নিগরানে শূরা বলেন:) ভেজাল ও ধোঁকার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ চলেও যায়, প্রসিদ্ধ ঘটনা এক ব্যক্তি দুধের সাথে পানি মেশাতো, এক দিন বন্যা হলো এবং বন্যার পানি তার সমস্ত পশু ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। কেউ একজন ঐ ব্যক্তিকে বললো, এগুলো ঐ পানি যা তুমি দুধের সাথে মেশাতে, আজ ঐ পানি বন্যা হয়ে আসলো এবং তোমার সমস্ত সম্পদ নিয়ে গেলো। (ইহইয়াউল উলুম, ২/৯৭)যে টাকা ভুল পথ দিয়ে আসে তা ভুল পথ দিয়ে ডাকাত ইত্যাদির নিকট চলে যায়, ব্যবসায় প্রতারকদের জন্য কঠিন প্রতিশ্রুতি রয়েছে, যেমনিভাবে, হাদীসে পাকে রয়েছে: যে ব্যক্তি ত্রুটি যুক্ত জিনিস বিক্রি করে এবং তাতে ক্রেতাদেরকে সতর্ক করে না তো এই সকল লোক আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টিতে থাকবে আর ফেরেশতারা তার উপর অভিশাপ দিতে থাকে। (ইবনে মাজাহ, ৩/৫৯, হাদীস: ২২৪৭)অপর হাদীসে পাকে রয়েছে: সকল জীবিকা অর্জনকারীদের মধ্যে অধিক পবিত্র ঐ

ব্যবসায়ীর জীবিকা যে কথা বললে তো মিথ্যা বলে না, যখন তার নিকট আমানত রাখা হয় তখন খিয়ানত করে না, যখন ওয়াদা করে তখন তা খেলাফ করে না, যখন কোন জিনিস ক্রয় করে তখন সেটার তিরস্কার অর্থাত মন্দতা খোঁজে না, যখন নিজের কোন জিনিস বিক্রি করে তখন তার অতিরিক্ত প্রশংসা করে না, যখন কেউ তার নিকট আসে তখন দেয়ার ক্ষেত্রে অলসতা করে না আর যখন সে কারো কাছে যায় তখন কঠোরতা প্রদর্শন করে না। (শুয়াবুল ঈমান, ৪/২২১, হাদীস: ৪৮৫৪) আল্লাহ পাক আমাদেরকে হালাল জীবিকা উপার্জন করার সামর্থ্য দান করুন। اٰمِيْن بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৬/৪৩৮)

প্রশ্ন: এক ইসলামী ভাইয়ের মহিষের ব্যবসা রয়েছে, তার অন্তরের মধ্যে কেউ এই প্ররোচনার বীজ বপন করেছে যে, যখনই আপনি আপনার ব্যবসা বৃদ্ধি করবেন আপনার উপর যাদু করা হবে আর আপনার কিছু না কিছু ক্ষতি হবে। এমতাবস্থায় বান্দা কি করবে এবং এই বিশ্বাস কিভাবে দূর হবে?

উত্তর: এমন ব্যক্তির উচিত যে, সেই আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করবে, আল্লাহ পাক যা চাইবে তাই হবে, যদি ঐ ব্যক্তি কারো মুরীদ হয় তাহলে নিজের পীর ও মুর্শিদের শাজরা থেকে নিয়মিত অযীফা গুলো পাঠ করবে এবং তাবীজ ব্যবহার করবে, اِنْ شَآءَ الله অনেক উপকার লাভ করবে, প্রভাব ইত্যাদিও চলে যাবে।

(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৭/১৯৪)

মুদ্দায়ি লাখ বুরা চাহে তো কিয়া হোতা হে
ওয়াহি হোতা হে জো মানজুরে খোদা হোতা হে।

প্রশ্ন: অনেক লোক নিজের কাপড় ধোপার নিকট দেয়ার পর ভুলে যায় এবং দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, এমতাবস্থায় ধোপার কি করা উচিত?

উত্তর: ধোপার উচিত যে, সে নিজের গ্রাহকের মোবাইল নাম্বার ও তার ঠিকানা নিয়ে নেয়া, অতঃপর গ্রাহক না আসলে ওই ঠিকানা বরাবর নিজের কাজের লোক দিয়ে কাপড় পাঠিয়ে দেয়া, কিছু এলাকা এমনও রয়েছে যেখানে ধোপা স্বয়ং নিজে ঘর থেকে কাপড় নিয়ে যায় এবং ধোয়ার পর নিজে এসে দিয়ে যায়, এতে কোন গ্রাহকের ভুলে যাওয়ার অভিযোগ তৈরি হয় না, এটাই Laundry'এর কাজ এবং এতে কাজ করার লোকও আশে পাশের হয়ে থাকে। যাইহোক কোন গ্রাহক যদি নিজের কাপড়ের কথা ভুলেও যায় তবে তার ঘরের মধ্যে কেউ কাপড় পৌঁছিয়ে দিবে, এটা কোন বড় সমস্যা না, তবে যদি ধোপা অলসতা করে তখন সেটি ভিন্ন কথা কিন্তু ধোপার অলসতা করা উচিত না। গ্রাহকের কাপড়ের কথা ভুলে যাওয়ার কারণে তার সম্পদ গণিমত হয়ে যাবে না যে, তা সেই লুণ্ঠন করে নিবে, তা নিজের নিকট সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। সাধারণত লন্ড্রীতে সীমিত সংখ্যক গ্রাহক থাকে, প্রতিদিন নতুন গ্রাহক আসে না, কাগজে নাম লিখে দরজায় লাগিয়ে রাখুন যাতে কেউ যদি নিজের কোন কাপড় দেয়ার পর ভুলেও যায়, তবে কাগজ দেখে তার কথা স্বরনে এসে যাবে। (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৭/২০৪)

প্রশ্ন: পানির ব্যবসা করা জায়েয কিনা?

উত্তর: জায়েয। (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ২/৪৫)

নোট: ৪ পৃষ্ঠার উল্লেখিত প্রশ্নোত্তর পর্বটি আমীরে আহলে সুন্নাত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং উত্তরটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রদান করেছেন।

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

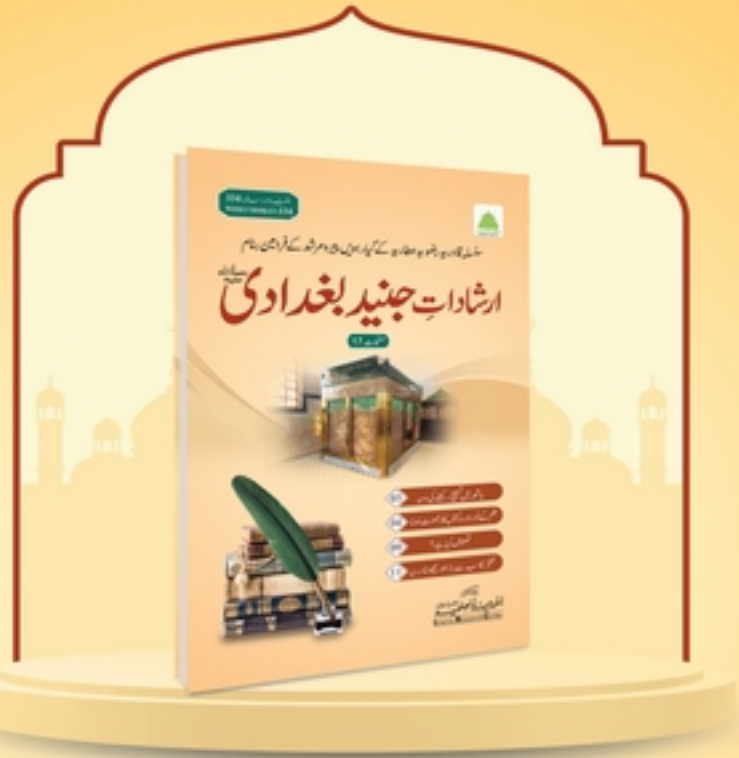

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net